# হাবিপ্রবিতে সংঘর্ষ-ভাঙচুর : ৬ শিক্ষার্থী আজীবন বহিষ্কার, ভিন্ন শাস্তি ৬০ শিক্ষার্থীর

**দিনাজপুর প্রতিনিধি**

প্রকাশ: ০১ জুলাই, ২০২৬ ২০:৪৪

সংগৃহীত ছবি

শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, হল ভাঙচুর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনায় দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ৬৬ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদের মধ্যে ৬ জন শিক্ষার্থীকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

বুধবার (১ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আদেশে উল্লেখ করা হয়, গত ২১ মে নূর হোসেন হল ও আবরার ফাহাদ হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। এই শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির দেওয়া রিপোর্ট পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪তম বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অপরাধের ধরন দেখে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ শিক্ষার্থীকে ৬ মাসের জন্য হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের পিতামাতার অবগতিকরণ এবং ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে হাতে অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অভিযোগে ৬ জন শিক্ষার্থীকে এক সেমিস্টারের জন্য একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

পাশাপাশি তাদের ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে। তারা জরিমানা পরিশোধ না করলে অ্যাকাডেমিক হল রিলিজ পাবে না এবং অবস্থান করতে পারবে না।

তৃতীয়ত অস্ত্র হাতে শাস্তিযোগ্য আচরণের অভিযোগে ৪৮ জন শিক্ষার্থীকে ২ সেমিস্টারের জন্য একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জরিমানা পরিশোধ না করলে একাডেমিক হল রিলিজ পাবে না এবং অবস্থান করতে পারবে না।

এ ছাড়া কর্তব্য পালনরত অবস্থায় সহকারী প্রক্টর মো. মবিনুল ইসলামের ওপর হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৬ জন শিক্ষার্থীকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. নওশের ওয়ান বলেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ মে হাবিপ্রবির নূর হোসেন হল ও আবরার ফাহাদ হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সে সময় দুই হলের বিভিন্ন কক্ষে ভাঙচুর ও ক্যাম্পাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ও উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মবিনুল ইসলাম হামলার শিকার হন। এ নিয়ে প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই এবার ৬৬ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন।